সংবাদ

তারিখ ...17 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৮...

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে উপজেলাভিত্তিক পরিকল্পনা

মোহাম্মদ মনিরুল হক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে যুগোপযোগী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ১৯৭৩ সালে প্রথম বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। তিনি পুরো প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন। সারাদেশে বিদ্যমান ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। এ উপমহাদেশে এটিই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সবচেয়ে কার্যকর উদ্যোগ।

উন্নয়নের সে উদ্যোগ এগিয়ে যেতে থাকে। এরপর বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার আরো উন্নয়ন ভাবনা শুরু হয়। তারই ফলশ্রুতি বৃহত্তর পরিসরে 'প্রথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা' (পিইডিপি-১) গ্রহণ করা হয়। এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৭-২০০৪ সাল। এ উন্নয়ন পলিকল্পনায় কয়েকটি মৌলিক বিষয় ছিল। স্থানীয় লোকদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা, শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো, শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, উপজেলা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি। এসব বিষয় বাস্তবায়ন করতে গিয়ে 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা' (ইউপেপ) ধারণাটি কর্মকর্তা ও শিক্ষা পরিকল্পনাবিদদের মাথায় আসে। নানা চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের পর ২০০৪/০৫ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা' ২ (পিইডিপি-২) গ্রহণের সময় 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা' (ইউপেপ)কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। তখন 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা' তৈরির প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান চাহিদার ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম কৌশল হিসেবে ইউপেপ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে 'বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে একটি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের চাহিদা ও উপজেলার অন্যান্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন কৌশল, অর্থসংস্থানের উৎস উল্লেখসহ প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণী সংবলিত 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ইউপেপ-এর বাস্তবায়ন এখনো শুরু হয়নি।

প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ইউপেপ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে। এ কমিটির সকল সদস্যকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রথমে ইউপেপ কমিটি উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যার স্বরূপ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মান সূচক ১৮টি এবং মুখ্য সূচক ১৫টি লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ করা হয়। এরই আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া কমিটি বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত উন্নয়নমূলক আইটেমগুলো বিশ্লেষণ করে উপজেলার জন্য একটি বিবরণী তৈরি করেন। বিবরণীতে চাহিদাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়। চাহিদাগুলোর কিছুটা উপজেলায় অর্জনযোগ্য ও সম্পাদনযোগ্য এবং কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য ও কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদনযোগ্য। ইউপেপ কমিটি কর্তৃক ৩ বছর মেয়াদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন এবং লক্ষ্যগুলো সঠিকভাবে অর্জনের জন্য বাস্তবভিত্তিক কৌশল ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে খাতওয়ারি অর্থের পরিমাণ এবং অর্থের উৎসও কমিটি নির্ধারণ করেন। এছাড়া নিরূপিত চাহিদা; সম্ভাব্য খরচের বিবরণ ও অর্থের উৎসের বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এসব কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে দলিলের একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং কমিটির সকলের অভিমত নিয়ে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। অতঃপর এর চূড়ান্ত দলিলটি উপজেলা শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। প্রতিটি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক ইউপেপ প্রণয়ন করা হয়। ইউপেপের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের স্থানীয় এবং নিজস্ব চাহিদা পরিপূরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে; তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাস্তবসম্মত চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করা, উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা, বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক চাহিদা সমন্বয়করণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ের চাহিদা পূরণে গৃহীত কার্যাবলী ও সাফল্য সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নিয়মিত অবহিতকরণ, উপজেলা শিক্ষা অফিসকে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ভান্ডার হিসাবে পরিচিত করা।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল : ইউপেপ-এ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সম্পাদিত সকল কাজ উপজেলা শিক্ষা কমিটির সদস্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কাজ চলাকালীন সময়ে ও কাজ শেষে মূল্যায়ন করবেন। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৈরিকৃত উপকরণসহ অন্যান্য সকল বিষয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ ও এইউইওগণ তাদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন। তাছাড়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস কর্তৃক যথাসময়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

সকল শিশুকে ভুলমুখী এবং বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের পুনঃপুন প্রয়োজনগুলো ইউপেপ-এর মাধ্যমে স্থানীয় সহায়তা ও সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ ফলে কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন ও ফলপ্রসূ হবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাই ইউপেপ সরকারের বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত।

লেখক : উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।